দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUL 1 1 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

67

শিক্ষা-গবেষণা অবহেলিত

বাজেটের সিংহভাগ খরচ হয় বেতন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে

কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট কত

গেল জুন মাস ছিল বাজেটের মাস। এ মাসে জাতীয় বাজেট থেকে শুরু করে সব সরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্তশাসিত কিংবা আধা সায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠান, সংগঠনই তাদের পরবর্তী অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন করে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও জুন মাসে তাদের শতাব্দীর শেষ বাজেট প্রণয়ন করেছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অঙ্কের বাজেট প্রণয়ন করেছে। ২৭ জুন বিকালে সিনেট অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও উপউপাচার্য অধ্যাপক শাহাদত আলী মোট ৭৩ কোটি ৭১ লাখ টাকার বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৬ কোটি ৬ লাখ টাকা। বাজেটের শতকরা ৯০ দশমিক ৩৯ ভাগ আয় ধরা হয়েছে মঞ্জুরি কমিশন হতে প্রাপ্ত আয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সূত্র হতে আয় দেখানো হয়েছে মাত্র ৯ দশমিক ৬১ শতাংশ। বাজেটের সিংহভাগ অর্থ ব্যয় হচ্ছে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়। বাজেটের ৭০ ভাগ ব্যয় হচ্ছে এই খাতে, ১৫ ভাগ ব্যয় ধরা হয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে, অবশিষ্ট ১৫ ভাগ ব্যয় ধরা হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, কর পরিশোধসহ সাধারণ কার্যক্রমের জন্য। এতে লক্ষ্য করা যাবে যে, শিক্ষা ও গবেষণা খাত সবচেয়ে অবহেলিত।

উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ আলাউদ্দিন আহমদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট বক্তৃতায় শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন —জনকণ্ঠ

দ্বিতীয় বড় অঙ্কের বাজেট প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। গত ২৮ জুন ফিন্যান্স কমিটির সভায় কোষাধ্যক্ষ ও ফিন্যান্স কমিটির সচিব ইদ্রিস আলী ৩৮ কোটি ৮৫ লাখ টাকার বাজেট পেশ করেন। বাজেটে মঞ্জুরি কমিশনের অনুদান রয়েছে ৩৬ কোটি ৩৫ লাখ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সূত্র হতে আয় ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকা। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। বাজেটে বরাদ্দের মাত্র ৭ শতাংশ ধরা হয়েছে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমে। এখানেও অবহেলিত শিক্ষা ও গবেষণা। তৃতীয় বড় অঙ্কের বাজেট প্রণয়ন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ২৬ জুন উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রক ছিদ্দিকুর রহমান ৩২ কোটি ৮৭ লাখ ৯০ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেন। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৭৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা। মঞ্জুরি কমিশন ও অভ্যন্তরীণ খাত থেকে আয় ধরা হয়েছে ৩১ কোটি ১০ লাখ টাকা। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯ জুন উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ নূরউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় ২২ কোটি ৮০ লাখ টাকার বাজেট পেশ করা হয়। বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ৩০ লাখ টাকা— যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় সবচেয়ে কম। বাজেটে মঞ্জুরি কমিশন হতে অনুদান ধরা হয়েছে ২১ কোটি ২০ লাখ এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব সূত্র হতে আয় ধরা হয়েছে এক কোটি ৩০ লাখ টাকা। বাজেটের মাত্র ৩ কোটি ৩৪ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষা আনুষঙ্গিক খাতে। এখানেও গুরুত্ব পায়নি শিক্ষা ও গবেষণা। পঞ্চম বা শেষ অবস্থানে রয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯ জুন উপাচার্য নৌ কমান্ডো বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিনেট সভায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডঃ শরীফ এনামুল কবির ২১ কোটি ৭১ লাখ ২৯ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেন। বাজেটের ১০ কোটি টাকা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেটে মঞ্জুরি কমিশন হতে অনুদান ২০ কোটি ১৭ লাখ এবং নিজস্ব সূত্র হতে আয় ধরা হয়েছে ১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তুলনামূলক কিছুটা বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয় বাজেটের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট অধিবেশন ও উপাচার্য প্রফেসর ড. আলাউদ্দিন আহমেদের নীতি নির্ধারণী ভাষণ সংবাদপত্র, গণমাধ্যম ও সুধী সমাজের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রথমবারের মতো জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাঙ্গীরনগরের সিনেটে বাজেট পেশ করা হয়।

—আহমেদ সুমন, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*